কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আ’লীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ইন্তাজ আলী শেখ নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ওই আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। রবিবার রাত ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের (৪৮) মৃত্যু হয়।

নিহত ইন্তাজ আলী শেখ ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামের মৃত মোন্তাজ আলী শেখের ছেলে। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালুর অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এছাড়াও তিনি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২২ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ তার ছেলে শাকিলকে (২৫) সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত ইন্তাজ ও তার ছেলে শাকিলকে ধরে হাতুড়ি, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে মারপিট করতে করতে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেখানেও তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। এক সময় তারা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে দুর্বৃত্তরা তাদের সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আশঙ্কাকাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরবর্তীতে অবস্থার অবণতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১০টার দিকে ইন্তাজ আলী শেখের মৃত্যু হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ ও তার ছেলেকে মারপিটের ঘটনায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১০০ বোতল ফেন্সিডিল বিক্রয়ের অভিযোগে জিয়া
(৩৫) নামে একজনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১ এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ন আদালতে আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘেষনা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত হলো- ভেড়ামারা উপজেলার ভবানীপুর বিলসুকা গ্রামের বাসিন্দা মৃত শামছুদ্দিনের ছেলে জিয়া। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর দুপুরে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা টু কুষ্টিয়া মহাসড়ক সংলগ্ন বারমাইলস্থ জনৈক সালাউদ্দিন মিন্টু এর সোনার বাংলা হোটেলের সামনে জিয়া মাদকদ্রব্য বিক্রয় করার সময়ে তাকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। পরে ভেড়ামারা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে আটকৃত জিয়ার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ভেড়ামারা থানার পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মমিনুল ইসলাম ১জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চার্জশীট দাখিল করেন আদালতে।

কুষ্টিয়া ভেড়ামারা ইউএনও’র

সাঁড়াশি অভিযানে অর্থদন্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দোকান মালিক, মহিলা ক্রেতা সহ বিভিন্ন জনকে ৫৩ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানুষকে নিরাপদ রাখতে গতকাল মঙ্গলবার ভেড়ামারা বাজারে উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী অফিসার সোহেল মারুফ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

দোকানের শাটার তালাবদ্ধ অবস্থায় অনেক ক্রেতাকে দেখা যায় যার বেশিরভাগ মহিলা। এমতাবস্থায় ১৫ জন মহিলাকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ৮ হাজার টাকা, একই আইনে বৃষ্টি সু প্যালেস দোকানকে ৩০ হাজার টাকা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ মোতাবেক ২ টি দোকানকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেন।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক ও ভেড়ামারা থানা পু্লশি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৪৫টি মামলায় ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন।